দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ APR 26 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৮

168

বে-সরকারী কলেজে শিক্ষক নিয়োগ বিধি প্রসঙ্গে

আমাদের দেশে সরকারী ও বে-সরকারী কলেজের শিক্ষকদের আর্থিক প্রাপ্তিতে বিরাট ব্যবধান থাকিলেও উভয় ক্ষেত্রেই কলেজের শিক্ষকতাকে সম্মানজনক পেশা হিসাবে গণ্য করা হয়। বে-সরকারী কলেজের শিক্ষকদেরকেও অনেক ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তার মর্যাদা দেওয়া হইয়া থাকে এবং অদূর ভবিষ্যতে সরকারী কলেজের শিক্ষকদের সমপরিমাণ সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা চলিতেছে। এজন্য এবং অন্যত্র কর্মসংস্থানের অভাবে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতক পর্যায়ে সম্মানসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী মেধাবী চাকুরী প্রার্থীরাও বে-সরকারী কলেজের শিক্ষকতার চাকুরীকে আগ্রহের সাথে গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে বিশেষতঃ নিয়োগবিধির ত্রুটির জন্য অপেক্ষাকৃত মেধাবী ও যোগ্য প্রার্থীরা কলেজের শিক্ষকতা পেশায় প্রবেশ করিতে না পারিয়া চরম হতাশায় ভুগিতেছে। সরকারী ও বে-সরকারী কলেজের শিক্ষকতার চাকুরী সমমর্যাদাসম্পন্ন ও বেতন স্কেল অভিন্ন হইলেও নিয়োগ বিধি ও প্রার্থীর যোগ্যতা অভিন্ন নয়। সরকারী কলেজের নিয়োগ বিধি অনুসারে স্নাতক পর্যায়ে সম্মানসহ দ্বিতীয় শ্রেণী ও দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতকোত্তর ডিগ্রী ছাড়া প্রভাষক পদে চাকুরীর জন্য আবেদন করিবারও সুযোগ নাই। অথচ একই বেতন স্কেল ও মর্যাদার চাকুরী হওয়া সত্ত্বেও বে-সরকারী কলেজে প্রভাষক পদে চাকুরীর জন্য রহিয়াছে ভিন্ন নিয়োগ বিধি (কেবল স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ২য় শ্রেণী)। এহেন নিয়োগ বিধির জন্য অর্থ, দুর্নীতি, স্বজন-প্রীতি, স্থানীয় প্রভাব ইত্যাদির মাধ্যমে বহু ক্ষেত্রেই স্নাতক পর্যায়ে সম্মানবিহীন একাধিক তৃতীয় বিভাগপ্রাপ্ত নিম্নমেধা ও কম যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীরা কৌশলে কলেজের শিক্ষকতার চাকুরী হস্তগত করিতেছে। বেকার থাকিয়া যাইতেছে উচ্চতর যোগ্যতাসম্পন্ন ও মেধাবী চাকুরী প্রার্থীরা। ফলে বেসরকারী কলেজগুলিতে শিক্ষা ও শিক্ষাদানের মান নিম্নমুখী হইতেছে এবং পাবলিক পরীক্ষাগুলিতে দুর্নীতি ও নকল প্রবণতা চরম পর্যায়ে উঠিয়া চলিয়াছে। সুতরাং যেহেতু সরকারী ও বেসরকারী কলেজের শিক্ষকদের বেতন স্কেল এক ও মর্যাদা প্রায় অভিন্ন এবং দীর্ঘকাল ধরিয়া উচ্চতর যোগ্যতাসম্পন্ন হাজার হাজার যুবক-যুবতী বেকারত্বের কশাঘাতে জর্জরিত হইতেছে অথবা বিপথগামী হইতেছে, সেহেতু সরকারী ও বেসরকারী উভয় ক্ষেত্রেই কলেজের শিক্ষকতার জন্য নিয়োগবিধি ও প্রার্থীদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অভিন্ন অর্থাৎ স্নাতক পর্যায়ে সম্মানসহ শিক্ষাজীবনের সকল পর্যায়ে ২য় বিভাগ/শ্রেণী হওয়াটাই স্বাভাবিক ও যুক্তিযুক্ত। এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

সফি, ফারুক ও মহিরুল,
গ্রাম ঃ ভদ্রপাড়া, ডাক ও থানা ঃ ভাঙ্গুড়া,
জেলা ঃ পাবনা